ফিরে এসো চয়নিকা

('বিক্ষত প্রেমিকের ঝাউবন' সিরিজের কবিতা)

কিশোর মজুমদার

অসংখ্য নীল
নীল-অসীমের মাঝখানে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ
মেঘের মধ্যিখানে তোমার সব হাসি কেড়ে নিয়ে
নরম খুশির মতো চাঁদ
জ্যোৎস্নার মতো খুশি ছড়াচ্ছে চারদিকে ।

দেখো চয়নিকা
আমার এই আকাশটা আর আপন হলো না কখনো
সেই কবেকার কিশোরীবেলার কোজাগরী রাত
আস্তে আস্তে নারী হয়ে উঠলো – ঠিক তোমারই মতো।
গাছের পাতার ফাঁকে আলোছায়ার খেলা
পায়ে পায়ে শুকনো পাতার আওয়াজ
নিস্তব্ধতার পায়ে কথাকলি ঘুঙুর যেন
রাঙিয়ে তুললো সেই রাত।

আরও অনেকটা পথ আমরা যেতে পারতাম
আরও অনেকটা জীবন আমরা
কমলা রোদের উষ্ণতায় রাঙাতে পারতাম।
তুমি আর আমি অনন্ত পথের পথিক ;

এসো চয়নিকা ..
আরেকবার ফিরে এসো
চলো ফিরে যাই সেই আল-পথে
পুকর-ঘাট কাশবন পেরিয়ে যাই
আতুরে ডাইনির ঘর - রেলপথ পেরোতে পেরোতে
পেরিয়ে যাই আরও কিছুটা জীবন ;

এসো, হাত ধরো আরেকবার
আমাকে উঠে দাঁড়াতে বলো
চির রুগ্নতায় মর্মর আমার শরীর বেয়ে
ক্রমশঃ উঠে আসছে ক্ষয়ের ঘুণপোকা ,
নিস্তব্ধ রাতেই হোক আরেকবার
যাত্রাপথের শেষ পথিকের পথ-চলা ।
আমাকে জাগিয়ে দাও
আমাকে বাঁচিয়ে দাও
আমাকে কাঁদিয়ে দাও
আমাকে আমার মতো নয়
এবার তোমার - তোমার- তোমার মতো করে দাঁড় করাও।
সামনে হাত বাড়িয়ে দু'পা এগিয়ে আসতে বলো
একটুখানি তোমার দিকে ঝুঁকে এগিয়ে যাই

চয়নিকা–
মৃত্যুর শুরু হয়ে গেছে জন্মের কালেই
তাইতো নতুন কোনো মৃত্যু নেই আমার ।
আমাকে বাঁচিয়ে কাঁদিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে যাও আরেকবার ;
আমার অনেক কান্না জমে আছে
হাত বাড়াও চয়নিকা
চয়না – আমার সুচয়না
হাত বাড়াও … আরেকবার–
আর একবার।।

…… www.kishoremajumder.com